# সূচনা বক্তব্য

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ২০০৭ সালেই অংকুরিত হয়ে ব্যপ্তি লাভ করতে থাকে এবং ২০০৮ সালের শেষের দিকে তা মন্দার রূপ নেয়। তখন আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা ছিল- আমাদের ওপর বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব পড়বে তবে তা ব্যাপক আকার ধারণ করবে না।

আওয়ামী লীগ কিন্তু এই মহামন্দায় আমাদের যে দুর্ভোগ হতে পারে, সে সমন্ধে অক্টোবর মাসেই সচেতন হয়। আমরা মনে করি যে, এর নেতিবাচক প্রভাব বিলম্বায়িত হলেও তাকে মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের আতংকিত হবার কারণ না থাকলেও আত্মতুষ্টির সুযোগ ছিল না। বরং, প্রস্তুতি খুব জোরদার থাকা প্রয়োজন। মহাজোট সরকার গঠন করেই সমুদয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠির সংগে এ বিষয়ে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করে এবং নানা দৃষ্টিভংগী থেকে উপাদান আহরণ করে কিভাবে এই সংকটের মোকাবেলা করা যাবে সে বিষয়ে পদক্ষেপ বিবেচনা করতে থাকে।

আমরা সংকট মোকাবেলার জন্য আশু প্রয়োজনীয় নানা পদক্ষেপ সরকার গঠনের পরপরই নিতে শুরু করি। কোন stimulus package-এর জন্য অপেক্ষা না করে কতিপয় উদ্যোগ নেওয়া হয়:

- কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানা পদক্ষেপ
- অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
- দুঃস্থ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ

আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, চাপের মুখে আমাদের সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখি খাতকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো। আমরা মনে করি আগামী অর্থবছরে এই দায়িত্বটি গুরুভার হবে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন রফতানি খাতকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে সহায়তার খাত ও হারের পুনর্মূল্যায়ন। আমরা আরো মনে করি যে, ব্যাংকিং খাতের সংগে সমন্বয় করে রফতানি শিল্পের ওপর আর্থিক চাপ প্রশমনের ব্যবস্থা আমাদের নিয়মিতভাবে আগামী অর্থবছরেও বহাল রাখতে হবে। একইসংগে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে আমাদের জোরদার রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ ও কৃষি খাত, জ্বালানী এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আরো চাই যে, বিনিয়োগের পরিবেশকে আকর্ষণীয় রাখতে হবে এবং সাময়িকভাবে বিপদগ্রস্থ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে চলতি অর্থবছরের শেষ চতুর্থাংশের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। এ ব্যবস্থা পুনর্বিবোচিত না হওয়া পর্যন্ত আগামীতে বহাল থাকবে। আগামী দিনের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে আরো বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উপস্থাপিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আশু করণীয় বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে ও আগামীতে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর আগামী অর্থবছর থেকে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য কতিপয় নীতিমালা ও পরিকল্পনার কথা বিবৃত করা হয়েছে।